আফসার আমেদের কথাসাহিত্য : সময় ও সমাজের অভিঘাত

(নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে)

"AFSAR AMEDER KATHASAHITYA : SAMAY O SAMAJER ABHIGHAT

(NIRBACHITA UPANYAS O CHHOTOGALPA ABALAMBANE)"

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ. ডি. (বাংলা) সম্মাননা প্রাপ্তির জন্য

প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অর্পিতা মণ্ডল

বাংলা বিভাগ

মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ভারত

২০২৩

আফসার আমেদের কথাসাহিত্য : সময় ও সমাজের অভিঘাত

(নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে)

"AFSAR AMEDER KATHASAHITYA : SAMAY O SAMAJER ABHIGHAT

(NIRBACHITA UPANYAS O CHHOTOGALPA ABALAMBANE)"

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. (বাংলা) সম্মাননা প্রাপ্তির জন্য

প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অর্পিতা মণ্ডল

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোস্তাক আহমেদ

বাংলা বিভাগ

মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ভারত

২০২৩

Declaration by the candidate

I hereby declare that this thesis contents original research work carried out by me under the guidance of Dr. Mostak Ahamed, assistant professor of Bengali, Presidency University, Kolkata, India as part of the Ph. D. Programme.

All information is this document have been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct.

I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all materials and results that are not original to this work.

I also declare that, this work has not been submitted for any degree either in part or in full to any other institute or University before.

Candidate : Arpita Mondal

Date : 04.10.2023.

PRESIDENCY UNIVERSITY
KOLKATA
Presidency University
Hindoo College (1817-1855), Presidency College (1855 – 2010)

Certificate

This is to certify that the thesis entitled **"AFSAR AMEDER KATHASAHITYA : SAMAY O SAMAJER ABHIGHAT (NIRBACHITA UPANYAS O CHHOTOGALPA ABALAMBANE)"** submitted by Smt **Arpita Mondal**, Registration Number **R-18RS02210121** and date of Registration : **13th February, 2019,** in partial fulfillment of the requirements for the award of "Doctor of Philosophy", is a record of bonafide research work carried out by her under my/our supervision. Neither her thesis nor any part of the thesis has been submitted for any degree/diploma or any other academic award anywhere before.

04/10/2023

Dr. Mostak Ahamed
Assistant Professor
Department of Bengali

Assistant Professor
Department of Bengali
Presidency University
Kolkata - 700073

Document Information

Analyzed document	SAMAY O SAMAJER - Copy 23.docx (D174208307)
Submitted	9/20/2023 9:33:00 AM
Submitted by	Rabishankar Giri
Submitter email	rabi.lib@presiuniv.ac.in
Similarity	0%
Analysis address	rabi.lib.presi@analysis.urkund.com

Sources included in the report

Entire Document

ভূমিকা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা শিল্পী মাত্রেরই প্রাথমিক শর্ত। তবে, সেসব ছাপিয়ে বৃহত্তর অর্থে ধরা দেয় শিল্পীর এক মহিমময় রূপ। শিল্পীর সে রূপের অন্তরালে ঢাকা থাকে কত অজানা, অচেনা বিস্ময়বোধ। সেই শানিত তরবারির চমকে সমাজবিশ্ব অকূল পাথার থেকে মণিমুক্তার সন্ধান পায়। মৌলিক সেই সত্তার সঙ্গে পরিচয়লাভের আনুকূল্যে কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ চর্চার সূত্রপাত।
বাংলা ভাষা, সাহিত্য হাল ফ্যাশনে বহু বাঙালির কাছে নস্টালজিয়ায় পরিণত। বিপরীতপক্ষে, বাঙালি আত্মপরিচয় প্রকাশে বহুজন গৌরবান্বিতও বোধ করেন। বাঙালি আত্মপরিচয়ের দাবি যখন অনেককেই বিব্রত, লজ্জিত, ঘোমটার আচ্ছন্নতায় লুক্কায়িত করে রাখে, তেমনি পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে বাঙালিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করা এক কথাকার আফসার আমেদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চারত গবেষকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করেন। সে বিষয়ে কুণ্ঠাবোধের কোনো অবকাশ নেই। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এক শ্রেণির মানুষের সামাজিক দৈনন্দিন যাপনচিত্রের স্বাভাবিক ঘটনা হলেও বিবেকবান স্রষ্টারা সেই কালো মোড়কগুলিকে জীবনের প্রাঙ্গণ থেকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। সেখানে ছলনা, ভণিতা তো দূর অস্ত, কোনোরকম আবরণ স্থান পায় না, থাকে শুধু মুখোমুখি নির্মাণ-বিনির্মাণের প্রচেষ্টা। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সমাজ গঠনের প্রকৃত কারিগর— এ সত্য যেন যুগে যুগে কালে কালে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারণায় পরিণত হয়। লেখকও সমাজের সুস্থ, সুন্দর এবং পরিপূর্ণ রূপদানকল্পে সেই হৃদয়ের প্রসারতাকেই সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন। এ যেন অনেকটা সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। তথাপি এ প্রয়াসকে মোটেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হিসাবে দেখা উচিত নয়। লেখকের এই পক্ষাবলম্বন লোককবিদের উপলব্ধিকে বড়ো বেশি মাত্রায় স্মরণ করায়। 'একই মায়ের সন্তান মোরা আমরা দুটি ভাই হিন্দু নয় মুসলমান নয় রে মানুষ নামে পরিচয়।'১ বাউল সাধক-গায়ক ফণী ওরফে জাহিরুদ্দীন খাঁর গাওয়া এই গান কথাশিল্পী আফসার আমেদের সৃষ্টিসম্ভারকে নাড়া দিয়ে যায়। কেবল একক লোককবি নন, বিভিন্ন লোককবির গানেই মনুষ্যত্বের জয়গান ধ্বনিত হয়। এঁরা যেন প্রত্যেকেই মানবতার পরিপূরক রূপকার। মনুষ্য জন্মলাভেই বিভোর। মনুষ্যত্বের গর্ব লোককবিদের মতো আর কোথাও তেমন দৃশ্যমান হয় না— 'মানুষ হয়ে মানুষ মানো মানুষ হয়ে মানুষ জানো মানুষ হয়ে মানুষ চেনো মানুষ রতনধন।'২ কুবির গোঁসাই-এর এ পদে মানুষেরই শ্রেষ্ঠত্ব গীত হয়ে ওঠে। বাস্তবিক আফসার আমেদের রচনাসমূহেও লোককবিদের অনুরূপ মানবতার ধ্বনিমূর্ছনার সুর বড়ো মধুর রূপে বেজে ওঠে। মানবতাবাদী, সমানুভূতিশীল, মানবদরদী এক স্রষ্টাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের নিরিখে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিতকরণ— প্রকৃত বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না— সেই দোষে তাঁকে পর্যদুস্ত করা সমীচীন নয়। বরং তাঁর সমস্ত প্রান্তিকতার কালিমাকে আবর্জনার স্তূপের মতো দূরে নিক্ষেপ করে কেবলমাত্র সামাজিক অন্যায়, অবিচার নিবারণার্থে তাঁর লেখনীকে স্বাগত জানানো সামাজিক দায়বদ্ধ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে জন্ম নেওয়া বিবেকবান মানুষ সমাজ-পরিবেশের জন্য হিতকারী হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে শোষিত, নির্যাতিত, অবহেলিত এককথায় পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব সেই জনসমাজকে একধরনের মুক্তির দিশা দেখায়। মানুষের মনোজগতের অন্ধকার নিবারণ করাই কিন্তু প্রকৃত স্রষ্টার পরিচিতি বহন করে। এক্ষেত্রে তিনি সমাজ-সংস্কারকের শিরোপা পান না। আফসার আমেদ তাঁর লেখনীর চমৎকারিত্বের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক অন্ধকার কূপে নিমজ্জিত সমাজকে টেনে বের করতে চেয়েছেন। তাই গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্ধারিত হয়— 'আফসার আমেদের কথাসাহিত্য সময় ও সমাজের অভিঘাত (নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে)।' মানবিক সচেতনতা যে-কোনো জনগোষ্ঠীর উন্নতির প্রধান স্তম্ভস্বরূপ— যা শিকড়কে আঁকড়ে ধরে উন্মীলনের বার্তা দেয়।

04/10/2023
Assistant Professor
Department of Bengali
Presidency University
Kolkata : 700073

05/10/'23
Head
Department of Bengali
Presidency University

Arpita Mondal
04.10.2023

Scanned with OKEN Scanner

নিবেদন

বাঙালি আত্মপরিচয়ে গৌরবান্বিত হওয়ার সূত্রেই সমমনস্ক সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে এবং সময় ও সমাজের ভিত্তি প্রস্তরে দাঁড়িয়ে আফসার আমেদ চর্চার সূত্রপাত ঘটে। এই মানুষটি সমাজের নির্যাতিত, অবহেলিত, নিপীড়িত, মানুষজনের সমবেদনায় সমব্যথী হিসাবে মাতৃশক্তির পাশে দাঁড়িয়েছেন। সমালোচনা কুড়িয়েছেন 'ঘোরতর নারীবাদী'-র। সেই মানুষটি-ই সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন ক্ষুদ্রতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতার মনোভঙ্গিকে। শুভবুদ্ধির উদয় হোক, পৃথিবী সুস্থ, সুন্দর, পরিপূর্ণতায় ভরে উঠুক। হৃদয়ের এই প্রসারতা সমাজ-পরিবেশকে মুক্ত বাতাবরণ দিতে সক্ষম। বিগত বিশ শতকের আশির দশকের কথাকার আফসার আমেদ কেবলমাত্র সমাজের বাহ্যিক নান্দনিকতার উন্মীলন চেয়েছেন, তা নয়। মানবের মন-মননের অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভিন্ন স্বরের লেখক হিসাবে পরিগণিত হয়ে যান। সমাজের পিছিয়ে পড়া নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষজনের প্রতি লেখকের পক্ষাবলম্বন পাঠকের কাছে বিশেষ একধরনের আবেদন তৈরি করে। বাস্তবিক মানবিক সচেতনতা এবং শিকড়কে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস যে-কোনো জাতি, গোষ্ঠী তথা সমগ্র মানব-সভ্যতার উন্নতির দিশারি। মুখচোরা, শান্ত প্রকৃতির মাটির মানুষ হলেও আফসার স্রষ্টা হিসাবে জীবনের কোনো প্রতিকূলতাকে প্রশ্রয় দেননি। মানসিক জোরে জীবনের প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেছেন। আফসার এমন একজন স্রষ্টা যিনি তাঁর পড়াশোনা চালানোর বাহন করেন লেখালেখিকে। তাই গবেষণা–সন্দর্ভের শিরোনাম নির্বাচিত হয়— 'আফসার আমেদের কথাসাহিত্য : সময় ও সমাজের অভিঘাত

(নির্বাচিত উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে)'। এখানে আফসার আমেদের ব্যক্তিসত্তা থেকে লেখকসত্তা— সমগ্রতাকে ধরার চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, আফসার আমেদের উপন্যাস এবং ছোটোগল্প নিয়ে পৃথক আলোচনার দাবি উঠতেই পারে। আফসারের কথাসাহিত্যের দু-টি প্রকরণ নিয়ে আলাদা 'থিসিস' রচনা অবাস্তব কোনো চর্চা নয়। এখানে তাঁর নির্বাচিত কথাসাহিত্য সময় ও সমাজের অভিঘাতের নিরিখে আলোচিত হয়েছে।

বিশেষ কোনো স্রষ্টার সৃষ্টির উপর অতিরিক্ত মনোযোগ স্বাভাবিক জীবন-ছন্দকে ব্যাহত করে। সেক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের গতিশীলতা হোঁচট খেতে খেতে অগ্রসর হয়। আশেপাশের নিকটজনদের প্রতি কর্তব্য বিঘ্নিত হয়, মনের আকাশে পুঞ্জীভূত হতে থাকে কালো মেঘ। এর মাঝেই ছোট্ট শিশুটি তার শুভ্র পবিত্রতা নিয়ে পেতে চায় স্নেহের পরশ। সেও কিছুটা অবহেলিত হয়। অসন্তুষ্ট হয় চারপাশের মানুষজন। ঈশ্বরের প্রিয় আশিসকে অবহেলায় জমতে থাকে ক্ষোভ। তবুও শীতের আমেজে রোদের কোমল স্পর্শের মতোই আশ্বাস পাই, সমস্ত অত্যাচার, অবিচার সহ্য করেও সাহায্যের হাত সর্বদা বাড়িয়ে রেখেছিলেন— বাবা-মা, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এবং আমার কাছের মানুষটি। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো শব্দ আমার কাছে অবশিষ্ট নেই।

তিল তিল করে গড়ে ওঠা এ গবেষণা-সন্দর্ভের অগ্রগতি-অবনমন সম্পর্কে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখে আমার ভাবনাকে যিনি এগিয়ে দিয়েছেন, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় স্যার মোস্তাক আহমেদ। গবেষণার কাজ চলাকালীন এই কয়েক বছরে কোভিড ছাড়াও ব্যক্তিগত কত প্রতিকূলতা, অপ্রস্তুত মুহূর্ত তৈরি হয়েছে, স্যার আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো

তাঁর অমায়িকতা দিয়ে সমস্ত সম্যসার সমাধান করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সুবিপুল সংগ্রহ থেকে গ্রন্থাবলি দিয়ে ভীষণ রকম সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন লাইব্রেরি ঘুরে যে বই পাইনি, সেগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে দেখে বিস্ময়বোধ করেছি ! মোস্তাকদার সঙ্গে কথাকার আফসার আমেদের নিকট সম্পর্ক থাকায় লেখককে ব্যক্তিগত স্তরে বুঝতে বেশ সুবিধা হয়। তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। অন্যান্য শিক্ষক–শিক্ষিকাদের অনুঘটকীয় উপস্থিতি এই গবেষণাকর্মকে পরিপূর্ণতা দানে সাহায্য করেছে। এছাড়া, অভিসন্দর্ভ প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের জন্য রইল শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আমার সম্পূর্ণটা দিয়ে গবেষণাপত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, এই নিবেদন যখন লিখছি, তখনও মনে হচ্ছে, কত কিছু বাকি রয়ে গেল ! গবেষণা শেষ হল। কিন্তু আফসার আমেদকে নিয়ে চর্চার জন্য পড়ে রইল সমস্ত জীবন।

মূল আকর গ্রন্থ ছাড়াও গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে বহু মূল্যবান গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, ইন্টারনেট। সেক্ষেত্রে সীমাহীন ঋণের কাছে অনেক সময় আনুষ্ঠানিক ঋণস্বীকার যথেষ্ট নয়। সমস্ত কিছুর পরেও যদি কিছু ভ্রান্তি থাকে তার সমস্ত দায় আমার একার, তার জন্য আমি আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী।

বারদ্রোণ — অর্পিতা মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

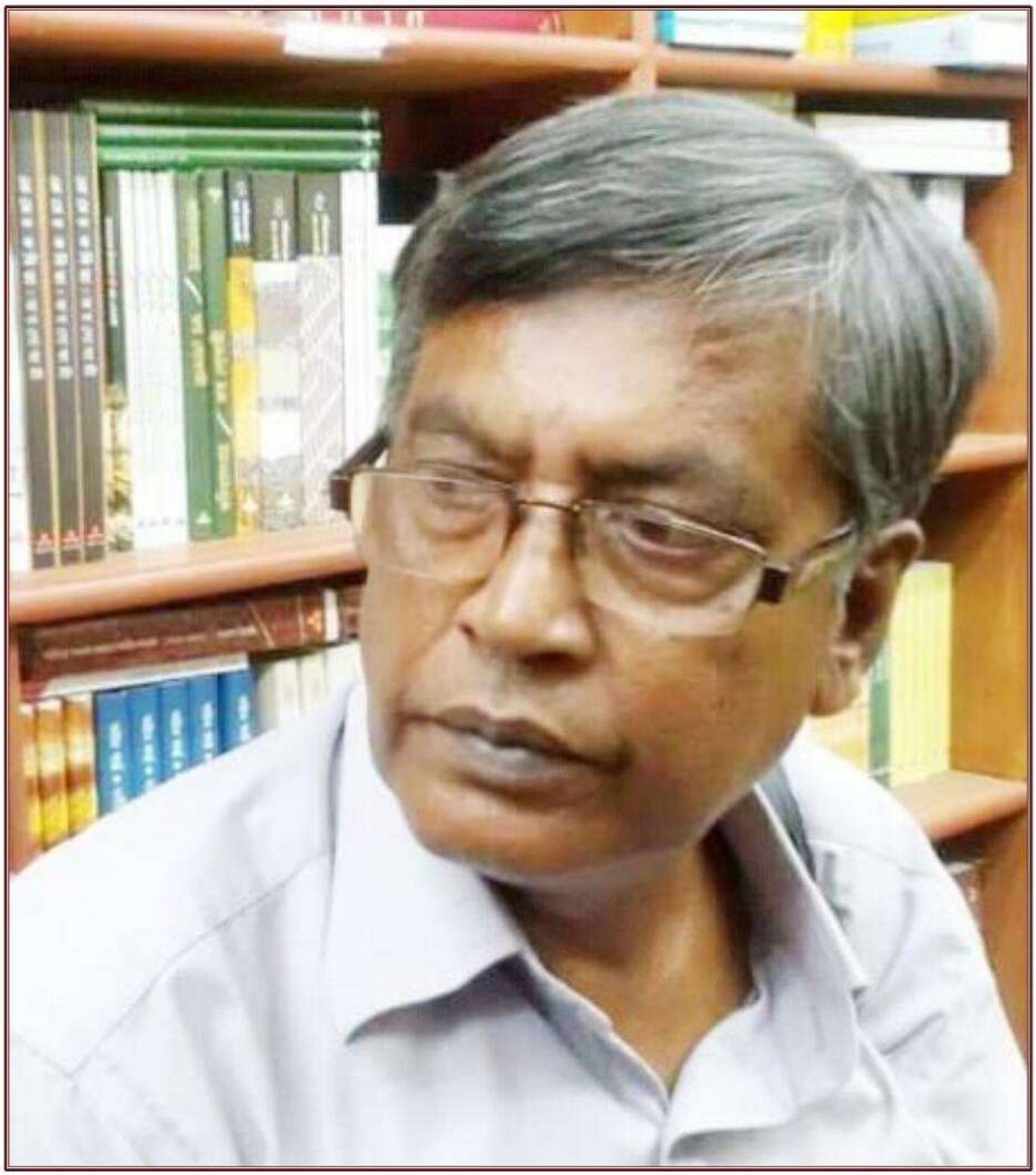

আফসার আমেদ (১৯৫৯ – ২০১৮)